দুর্গাপুর সরকারি কলেজ

বর্তমান চয়েস বেসড ক্রেডিট সিস্টেম শিক্ষাক্রম এবং
পূর্বে প্রচলিত শিক্ষাক্রমের পাশকোর্স বিলোপ সংক্রান্ত ভ্রান্ত সংবাদ সর্ম্পকে
বিশেষ জ্ঞাতব্য তথ্য

কাজি নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩/৬/২০১৬ তারিখে পাঠানো বিজ্ঞপ্তি অনুসারে ২০১৬-২০১৭ শিক্ষাবর্ষ থেকে **কাজি নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে সব কলেজে** চয়েস বেসড ক্রেডিট সিস্টেম (সি বি সি এস) শিক্ষাক্রম চালু করা হয়েছে। শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের সুবিধার জন্য সি বি সি এস শিক্ষাক্রমের মূল বৈশিষ্ট্য সংক্ষেপে জানানো হচ্ছে ঃ-

অর্থাৎ পূর্বে প্রচলিত শিক্ষাক্রমের পাশকোর্স বা জেনারেল কোর্সের মত ঠিক এক রকম কোনো পাঠ্যক্রম কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনস্থ ইউ জি সি'র (UGC - University Grants Commission) দেওয়া রূপরেখা অনুযায়ী নতুন সি বি সি এস শিক্ষাক্রমে নেই। কাজেই দুর্গাপুর সরকারি কলেজ কর্তৃপক্ষ পূর্বে প্রচলিত শিক্ষাক্রমের পাশকোর্স বা জেনারেল কোর্স বিলোপ করেছে বা চালু রাখছে না এই সংবাদ ভ্রান্ত ও উদ্দেশ্য প্রণোদিত।

এখন এই দুটি (২) কোর্স প্রোগ্রামের পাঠ্যক্রম নিচের সারণি থেকে বুঝে নেওয়া যাক ঃ

বিষয়	বি এ/ বি কম/ বি এস সি অনার্স সহ প্রোগ্রাম	বি এ/ বি কম/ বি এস সি অনার্স ছাড়া প্রোগ্রাম
আবশ্যিক কোর কোর্সের সংখ্যা (প্রতি কোর্সের ক্রেডিট মান ৬)	১৪ ছটি (৬) সেমেস্টারে (তিন বছর) এই কোর্সগুলি পড়তে হবে। বিশদ বিবরণের জন্য কলেজের ওয়েবসাইটে সি বি সি এস শিক্ষাক্রম সংক্রান্ত তথ্য দেখার অনুরোধ করা যাচ্ছে।	১২ তিনটি ভিন্ন বিষয়ে প্রতিটিতে চারটি কোর্স পাঠ্য। একটি সেমেস্টারে (ছয় মাস) তিনটি/দুটি বিষয়ের একটি করে কোর্স পাশ করলে পরের সেমেস্টারের কোর্স পড়া যাবে। কিন্তু এই কোর কোর্স গুলির সাথে অন্যান্য আরো দশটি/ বারোটি কোর্স ছয়টি সেমেস্টারে পড়তে হবে যা পূর্বে প্রচলিত শিক্ষাক্রমে ছিল না।
ডিসিপ্লিন স্পেসিফিক ইলেক্টিভ কোর্সের সংখ্যা (প্রতি কোর্সের ক্রেডিট মান ৬)	৪	৪/৩
জেনেরিক ইলেক্টিভ কোর্সের সংখ্যা (প্রতি কোর্সের ক্রেডিট মান ৬)	৪	৪/৩

এবিলিটি এনহ্যান্সমেন্ট কম্পালসারি ইলেক্টিভ কোর্সের সংখ্যা (প্রতি কোর্সের ক্রেডিট মান ৪)	২	২
স্কিল এনহ্যান্সমেন্ট ইলেক্টিভ কোর্সের সংখ্যা (প্রতি কোর্সের ক্রেডিট মান ৪)	২	২/৩

দুটি প্রোগ্রামের পূর্ণ মানের (Full Mrks) পার্থক্য বিজ্ঞান বিষয়ে ১৫০ এবং কলা ও বানিজ্য বিষয়ে ১০০। অতএব পূর্বে প্রচলিত শিক্ষাক্রমের পাশকোর্স বা জেনারেল কোর্সের সাথে নতুন সি বি সি এস শিক্ষাক্রমের বি এ/ বি কম/ বি এস সি অনার্স ছাড়া প্রোগ্রামের কোনো তুলনা করা করা যায় না। পূর্বে প্রচলিত শিক্ষাক্রমের পাশকোর্স বা জেনারেল কোর্সের সিলেবাসের পাঠ্য বিষয়গুলি অনার্স কোর্সের সিলেবাস থেকে অনেকাংশে পৃথক ছিল কিন্তু নতুন শিক্ষাক্রমে দুটি কোর কোর্স কম ছাড়া আর বিশেষ পার্থক্য নেই।

এখন দুর্গাপুর সরকারি কলেজ কর্তৃপক্ষ কেন বি এ/ বি কম/ বি এস সি অনার্স প্রোগ্রমের সাথে বি এ/ বি কম/ বি এস সি অনার্স ছাড়া প্রোগ্রাম চালু করলেও আসন সংখ্যা পূর্বতন শিক্ষাক্রমের মত রাখতে পারছে না তা দেখা যাক।

১) কলেজের পরিকাঠামোগত অভাব এবং কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনস্থ ইউ জি সি'র (UGC - University Grants Commission) শিক্ষক - শিক্ষার্থীর আনুপাতিক হিসাবের রূপরেখা অনুযায়ী প্রয়োজনের তুলনায় শিক্ষক সংখ্যার অভাব।

২) পশ্চিমবঙ্গে একমাত্র **কাজি নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়** ছাড়া অন্য কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে বি এ/ বি কম/ বি এস সি ডিগ্রিতে নতুন সি বি সি এস শিক্ষাক্রম চালু না হওয়ায় ঐসব বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চতর শিক্ষায় কেবলমাত্র অনার্স সহ পাশ করা শিক্ষার্থীরা ভর্ত্তির আবেদন করতে পারে বা অগ্রাধিকার পায়। বিভিন্ন চাকরির পরীক্ষাতেও অনার্স সহ পাশ করা শিক্ষার্থীরা অগ্রাধিকার পায়। সেইহেতু নতুন শিক্ষাক্রমের দুটি প্রোগ্রামের মধ্যে শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যতের সুবিধার কথা বিবেচনা করে দুর্গাপুর সরকারি কলেজ কর্তৃপক্ষ অনার্সসহ প্রোগ্রামটির জন্য তুলনামূলক বেশি আসনের ব্যবস্থা করে অনলাইন ভর্ত্তি প্রক্রিয়া শুরু করেছে। ফলতঃ বি এ/ বি কম/ বি এস সি অনার্স ছাড়া প্রোগ্রাম বা রেগুলার প্রোগ্রমে আসন সংখ্যা সামান্য হ্রাস করতে হছে।

আশা করা যায় যে উপরের তথ্য থেকে দুর্গাপুর ও পাশ্ববর্তী অঞ্চলের মাননীয় অভিভাবক ও শিক্ষার্থীরা, কোনো কোনো মহল থেকে অজ্ঞানতা ও তথ্য না জেনে মন্তব্য প্রচারের কারণে বিভ্রান্ত হবেন না বা দুর্গাপুর সরকারি কলেজ কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে অসংগত ধারনা পোষন করবেন না। **বর্তমান সরকারের উচ্চশিক্ষা দপ্তরের নির্দেশক্রমে ও কাজি নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে দুর্গাপুর সরকারি কলেজের কর্তৃপক্ষ, শিক্ষক ও শিক্ষাসহায়ক কর্মীরা শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যত গড়ার ব্রতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।**